বর্তমান কলকাতা, শুক্রবার ২৩ জুন ২০১৭, ৮ আষাঢ় ১৪২৪

# মমতার ২ টাকার চালের কথা শুনে মুগ্ধ প্রবাসীরাও

## আজ রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী

রূপাঞ্জনা দত্ত, হেগ, ২২ জুন: শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয় 'বাংলার জননীতি' হলেও, তাতে প্রাধান্য পেতে চলেছে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিপ্লব। তাঁর সরকারের উদ্যোগে কীভাবে বিনামূল্যে সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের মাধ্যমে কম দামে ওষুধ কিনতে পারছেন সাধারণ মানুষ—এসবই আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে চান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি থাকছে কন্যাশ্রীসহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পও।

আর মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের আগের দিনই রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়ার সাফল্যের খতিয়ান উঠে এল। বাঙালি সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আয়োজিত প্রবাসী বাঙালিদের এক অনুষ্ঠানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরেন। এছাড়া, সমব্যথীসহ রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে মমতা বলেন, 'বাংলা অনেক বদলে গিয়েছে।'

তার আগে অবশ্য রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র মুখ্যমন্ত্রীর বকলমে বাংলার প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের অনুষ্ঠানে। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের সচিব রোশনি সেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'আনলকিং দ্য পোটেনশিয়াল অব দ্য ফারদেস্ট বিহাইন্ড।' গোদা বাংলায় 'গরিবি হটাও কর্মসূচি'। উদ্যোক্তা রাষ্ট্রসংঘের পাবলিক সার্ভিস ফোরাম। ওভারসিজ ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের এলিজাবেথ স্টুয়ার্টের গোটা বিষয়টি তদারকি করেছেন। সেখানেই রাষ্ট্রসংঘের পলিসি কোঅর্ডিনেশন এবং ইন্টার-এজেন্সি অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্সের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল থমাস গেসকে পাশে বাসিয়ে রাজ্য সরকারের একাধিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার মানুষ বা পিছিয়ে পড়া জনগণ যাতে অনাহারে না থাকেন, সেজন্য ২ টাকা কিলো দরে তাদের চাল দেওয়ার কর্মসূচির কথা জানান তিনি। একইসঙ্গে তুলে ধরেন ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের ব্যাংক ঋণ পেতে সহযোগিতা করার কথা, কৃষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার কথা, লাল ফিতের ফাঁস আলগা করে সরকারি কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা আনার কথা। এইসব প্রকল্প, কর্মসূচির মাধ্যমে গরিবি দূর করতে রাজ্য সরকার কীভাবে এগিয়ে চলেছে, অর্থমন্ত্রীর প্রতিটি বয়ানে ছিল তার খতিয়ান। সবশেষে সদর্পে অমিত মিত্র ঘোষণা করেন, 'উন্মুক্ত শৌচালয়বিহীন রাজ্য হিসাবে দেশের প্রথম রাজ্য হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ।' গরিবি দূর করার পাশাপাশি যার সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্যও। তাকে সমর্থন করে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, 'গরিবরা যাতে বঞ্চিত না হন, সেদিকে রাজ্য সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখছে। কারণ আবেগ না থাকলে বিবেকের জন্ম হয় না।' সেই আবেগেই এদিন বাঙালি সম্প্রদায়ের তহবিলে ১০০ ইউরো তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'বীজ পুঁতে দিয়ে গেলাম। আশা করব এটা বটবৃক্ষে পরিণত হবে।' এর পরিপ্রেক্ষিতে 'হইচই'-এর কর্মকর্তাদের আশ্বাস, আরও অনুদান জোগাড় করে ঠিক একবছর পর ২২ জুন রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে তহবিল, যেটা গরিবদের কল্যাণার্থে কাজে লাগানো যাবে। যা শুনে মমতার মন্তব্য, 'বাংলা আমার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

http://www.bartamanpatrika.com/detailNews.php?cID=14&nID=61397&P=1